দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 01 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম

০২

011

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে বাণিজ্যিক প্রশ্নপত্র

কথা উঠেছে, পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত সফলতা আসেনি এখনও। পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রশ্নপত্র বাইরে থেকে সরবরাহ হয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রী স্বল্পতার জন্য অধিকাংশ স্কুলের নিজস্ব ব্যয়ে প্রশ্নপত্র ছাপানো সম্ভব হয় না। তাই স্বভাবতঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেসব সংস্থা প্রশ্নপত্র বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা ক্রয় করে থাকে। এ ধরনের প্রশ্নপত্র সরবরাহ ও পরীক্ষা পদ্ধতি মফস্বল শহর ও দেশের অজপাড়াগাঁয়ে বেশী প্রচলিত। শহরে বা আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করতে বড় বেশী একটা দেখা যায় না। শ্রেণী শিক্ষকরাই এসব স্থানে প্রশ্নপত্র করেন এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব তদারকীতে ছাপিয়ে সরবরাহ করেন।

শ্রেণী শিক্ষক কর্তৃক প্রশ্নপত্র না করার জন্য পরীক্ষার সময় প্রশ্ন কমন পড়ে না— এ অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। তাই তারা নকলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ কারণেই গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে নকল তুলনামূলকভাবে বেশী। শিক্ষার্থীদের মতে, যদি শ্রেণী শিক্ষক পড়াশুনামাফিক প্রশ্নপত্র নিজেই করতেন, তাহলে পড়াশুনা ও পরীক্ষার মান অনেক উন্নত হতো নিঃসন্দেহে। প্রশ্নপত্র সরবরাহের এই যে সনাতনী পন্থা, যার জন্য শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে— তার জন্য দায়ী কে?

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র একদিকে বিদ্যালয়ের আর্থিক সাশ্রয় করছে, অপরদিকে প্রশ্নপত্র কমন না পড়ায় শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে। তাই বাণিজ্যিক প্রশ্নপত্র সরবরাহের ব্যাপারে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

এছাড়া এসব প্রশ্নপত্র সাধারণতঃ ডাক মারফতে আনা হয়। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা ইচ্ছে করলে স্থানীয় ডাকঘর থেকে সব প্রশ্নপত্র ছিনিয়ে নিতে পারে বা উধাও করতে পারে। এ ধরনের ঘটনা পত্রিকান্তরে মাঝে মাঝে দেখা যায় না এমন নয়।

তাছাড়া সময়সূচীর সামান্য তারতম্যের জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার অভিযোগও আছে। একই ইউনিয়নের ৪টি বিদ্যালয় ধরা যাক একই সংস্থা থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করেছে। অনিবার্য কারণবশতঃ যদি একটি স্কুলের সময়সূচী সামন্য পরিবর্তন হয়— তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং স্থানীয় অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীরা সময়সূচী পরিবর্তন করা স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে।

এসব সমস্যা সমাধানের সময় এসেছে। তাই প্রশ্নপত্র সরবরাহের এ সমস্যা যাতে স্বল্প সময়ে সমাধান করা যায়, সে ব্যাপারে অভিভাবক, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষসহ আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী